بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

১৬ ডিসেম্বর ২০১৯

আজ মহান বিজয় দিবস। বাঙালি জাতির অনন্য গৌরবের দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানী বর্বর দখলদার বাহিনীকে পরাজিত করে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বিজয় দিবসের এই শুভলগ্নে আমি দেশবাসীসহ বিশ্বের সকল প্রান্তে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের শুভেচ্ছা জানাই।

বিজয়ের এই দিনে আমি শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর দূরদর্শী, সাহসী ও ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে বাঙালি জাতি হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাকে যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন বাসভূমি। আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই প্রবাসী বাংলাদেশি ও কূটনৈতিক কোরের সদস্যদের যাঁরা মুক্তিযুদ্ধকালে ও যুদ্ধ পরবর্তীতে অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন; ফলে বিশ্ব সম্প্রদায়ের নিকট হতে আমরা পেয়েছিলাম নৈতিক সমর্থন এবং আর্থিক ও সামরিক সহায়তা।

আমাদের মহান স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন আজ আমাদের দ্বারপ্রান্তে যা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি ঐতিহাসিক দুর্লভ মুহূর্ত। এ উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী মুজিববর্ষ পালনের মাধ্যমে জাতির পিতার আদর্শ ও অর্জন বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে এ কর্মকাণ্ডে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ কাজ করে যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই এদেশে উন্নয়নের বীজ রোপিত হয়েছিল। তিনি মুক্তিযুদ্ধে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং অর্থনীতিতে পশ্চাৎপদ বাংলাদেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরে জাতির পিতা যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করেন, ঠিক সেই সময় দেশ ও জাতির শত্রু কতিপয় কুচক্রী তাঁকে হত্যা করে দেশের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করার ঘৃণ্য পদক্ষেপ নেয়। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সারাবিশ্বে 'উন্নয়নের রোলমডেল' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এডিবি'র রিপোর্ট অনুযায়ী, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় ৪৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ গত বছর সর্বোচ্চ জিডিপি অর্জন করেছে যা ছিল ৮.১৫%। সব ধরনের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'জিরো টলারেন্স' নীতি দেশের আপামর জনসাধারণের পাশাপাশি বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পেয়েছে। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও দেশের ভাবমূর্তি সমুন্নতকরণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের নিবেদিতপ্রাণ যে সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী কাজ করছেন তাদের জন্য রইল বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।

বিজয়ের আনন্দে উদ্বেলিত আমরা সবাই 'সোনার বাংলা' গঠনে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করবো এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাব একটি উন্নত আবাস - আজ নতুন করে এ শপথ করি ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এমপি